ইউনিট
১০

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

ভূমিকা

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তি এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক আইন। সমাজে আইন কার্যকর না হলে স্বাধীনতা ও সাম্যের অর্থ থাকে না। আইনহীন সমাজে স্বাধীনতা ও সাম্য কেবল কল্পনামাত্র।

এ.ভি.ডাইসি ও গডউইন বলেন, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। স্বাধীনতার জন্য আইন ক্ষতিকর। একটি বেশি হলে অপরটি কমে যায়।" আবার লর্ড অ্যাক্টন বলেন, "স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর বিরোধী। কেননা সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনিত হয় না।" তিনি বলেন, সাম্যের নেশা স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে। কেউ কেউ বলেন, সমাজতন্ত্র সাম্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। কিন্তু এসব ধারণা সঠিক নয়। কেননা স্বাধীনতা বলতে যা খুশি তাই করা বোঝায় না। সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সুতরাং আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পরের সহায়ক এবং পরিপূরক।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস।
পাঠ-২ : আইন ও নৈতিকতা, আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক।
পাঠ-৩ : আইন মান্য করার কারণ।
পাঠ-৪ : স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা।
পাঠ-৫ : স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক।

পাঠ-১ : আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইনের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস

আইন ফার্সি শব্দ । ফার্সি ভাষায় আইন শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম । সমাজ জীবনে প্রচলিত বিধি-বিধানের নামই আইন ।

আইনের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে, "আইন হল পক্ষপাতহীন যুক্তি ।"

২. আইনবিদ জন অস্টিনের মতে, "সার্বভৌম শক্তির আদেশই আইন ।"

৩. অধ্যাপক হল্যান্ড বলেন, "আইন হল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের এমন কতগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত হয় ।"

৪. স্যার হেনরি মেইনের মতে, "আইন হল পরিবর্তনশীল, ক্রমাউন্নতিমূলক, ক্রমবর্ধমান ও দীর্ঘকালীন সামাজিক প্রথার গতির ফল ।"

৫. আইনের সার্বজনীন ও উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন । তাঁর মতে, "আইন হল সমাজের সে সব সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতিনীতি যেগুলো সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যাদের পিছনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে ।"

আইনের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, আইন হল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতগুলো বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি, যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত, সমর্থিত ও প্রযুক্ত হয় । জনগণের কল্যাণের জন্য আইন অত্যাবশ্যক । আইন ভঙ্গ করলে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বল প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদান করে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে ।

আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

আইন সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আইনের নিম্নোক্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ে । বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১ । **বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি :** আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল প্রথা, রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের সমষ্টি ।

২ । **রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি :** আইনের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিধি-বিধান প্রচলিত নিয়ম-কানুন বা প্রথাসমূহ যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় । আইন হতে হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত, অনুমোদিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে হবে ।

৩ । **সার্বজনীনতা :** আইন সার্বজনীন । সকল মানুষই আইনের দৃষ্টিতে সমান । জাতি-ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর আইন সমভাবে প্রযোজ্য ।

৪। **সুস্পষ্ট :** আইনের বিধানগুলো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন বলবৎ হয়। এ জন্যই আইনের ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা থাকে না।

৫। **শাস্তিযোগ্য :** কেউ আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। আইনের ব্যতিক্রম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিধায় আইন অবশ্যই পালনীয়। তাই আইন ভঙ্গ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৬। **আইনের স্থান সবার উর্ধ্বে :** আইন হচ্ছে সার্বভৌম শক্তির আদেশ। তাই সকলেই আইন মেনে চলতে বাধ্য। সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক সমর্থিত বিধায় আইনের স্থান সবার উর্ধ্বে।

৭। **বাহ্যিক আচার আচরণের সাথে যুক্ত :** আইন প্রধানত মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চিন্তা ভাবনার সাথে আইনের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই।

আইনের উৎসসমূহ

আইন বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আইনের উৎসসমূহ নিম্নরূপ–

১। প্রথা বা রীতিনীতি

২। ধর্ম

৩। বিচারকের রায়

৪। ন্যায়বিচার

৫। বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা

৬। আইনসভা

নিম্নে আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১। **প্রথা বা রীতিনীতি :** প্রথা হল আইনের এক সুপ্রাচীন উৎস। প্রত্যেক সমাজেই সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রথা ও রীতিনীতি প্রচলিত। এ সমস্ত প্রথা ও রীতিনীতি সমাজ জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যখন এগুলোর প্রতি সমর্থন জানায় তখন এ সব প্রথা ও রীতিনীতি আইনে পরিণত হয়। অতএব এভাবেই সমাজ জীবনে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি আইনের উৎস রূপে গণ্য হয়।

২। **ধর্ম :** আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ধর্ম। বিশ্বে প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মের অনুশাসন মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় এ সমস্ত অনুশাসনের যেগুলো সমাজ জীবনকে বিকশিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে সেগুলো পরবর্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের স্বীকৃতি পেয়ে আইনের মর্যাদা লাভ করে। মুসলিম, খ্রিষ্টীয় ও হিন্দু আইন এর উপযুক্ত উদাহরণ।

৩। **বিচারকের রায় :** বিচারকগণ অনেক সময় নিজেদের বিবেক ও অভিজ্ঞতা থেকে নতুন আইন সৃষ্টি, প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা বা যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। ফলে আইনের নতুন নতুন সূত্র সৃষ্টি হয়। অন্যান্য বিচারক পরবর্তী সময়ে আইনের এসব নতুন সূত্রকে বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন।

৪। **ন্যায়বিচার :** যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রচলিত আইন যখন অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে কিংবা নতুন সমস্যার সমাধান প্রচলিত আইনের মধ্যে না পাওয়া যায়, তখন বিচারকগণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ প্রয়োগ করেন। এভাবে নতুন আইন সৃষ্টি হয় এবং আইন যুগোপযোগী হয়।

৫। **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা :** যুগে যুগে আইনজ্ঞদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ব্যাখ্যা ও মতামত বিচারালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এতে আইনের প্রকৃত অর্থের প্রকাশ ঘটে। ফলে আইনজ্ঞদের এসব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬। **আইনসভা :** আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাই হচ্ছে আইনের প্রধানতম উৎস। আইনসভা সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে নতুন নতুন আইন তৈরি করে, আইনের রদবদল ও সংশোধন করে থাকে। আইনসভাই হচ্ছে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ। তাই আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে থাকে। সুতরাং আইনসভাই হচ্ছে আইন প্রণয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এই ছয়টি উৎস ছাড়াও কেউ কেউ জনমতকে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপেনহেম (Openheim) বলেন, 'জনমত আইনের অন্যতম উৎস'। জনমতের প্রভাবে সরকার অনেক আইন তৈরি করে।

সারসংক্ষেপ

সমাজ জীবনের প্রচলিত বিধিবিধানগুলো যখন অধিকাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করে এবং যা ভঙ্গ করলে শাস্তি হয় তাই আইন। আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। আইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল– বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সুস্পষ্ট, সার্বজনীন, শাস্তিযোগ্য, আইনের স্থান সবার ঊর্ধ্বে ও বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন উৎস থেকে আইন তৈরি হয়েছে। যেমন –প্রথা বা রীতিনীতি, ধর্ম, বিচারকের রায়, ন্যায় বিচার, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং আইনসভা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে অভিহিত করেছেন-

(ক) এরিস্টটল (খ) লর্ড এ্যাকটন

(গ) অস্টিন (ঘ) হল্যাণ্ড

২। আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস-

(ক) ধর্ম (খ) বিচারকের রায়

(গ) আইনসভা (ঘ) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা

৩। আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল-

(ক) সার্বজনীনতা (খ) রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি

(গ) সুস্পষ্টতা (ঘ) প্রথা রীতিনীতি ও নিয়মকানুন

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আইনের সংজ্ঞা দিন।

২. আইনের উৎসসমূহ কি কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. আইনের উৎসসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

২. আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (গ), ৩। (খ)

পাঠ ২ : আইন ও নৈতিকতা, আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।
- আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক

আইন বলতে সেসব নিয়মকে বোঝায় যেগুলো সাধারণত মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নৈতিকতা মানুষের বাহ্যিক ও অন্তর্গত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায় আইন ও নৈতিকতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

প্রথমত, আইন এবং নৈতিকতা উভয়ই মানুষের বিবেক বিবেচনা এবং বুদ্ধি থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। কারণ উভয়ই মানুষের আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ে কাজ করে।

তৃতীয়ত, উদ্দেশ্যগত দিক থেকেও আইন ও নৈতিকতা এক ও অভিন্ন। আইন মানুষের কল্যাণ সাধন করে, সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা আনে, অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে সততা ও কল্যাণের পথে নিয়ে আসে।

চতুর্থত, আইন ও নৈতিকতা পরস্পর নির্ভরশীল। একের সাথে অপরের নিবিড় সম্পর্ক। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আইন প্রণয়ন করতে হয়। তা না হলে নৈতিকতা বিরোধী আইন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। নীতি ভিত্তিক আইন সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়।

পঞ্চমত, আইন ও নৈতিকতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রচলিত নৈতিক আইন কখনো অশুভ পথে অগ্রসর হলে রাষ্ট্রীয় আইন সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। সতীদাহ প্রথা এক সময় ধর্মচিন্তাভিত্তিক ছিল। পরবর্তীতে সতীদাহ প্রথা রহিত হয় এবং বিবেচনা সিদ্ধনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিকতা বিরোধী হলে তা বাতিলের দাবি ওঠে।

আইন ও নৈতিকতার বৈসাদৃশ্য

নিম্নে আইন ও নৈতিকতার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু নৈতিক আইন মানুষের অন্তর্জীবনের সাথে সম্পর্কিত। নৈতিকতার সাথে মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও ন্যায়পরায়ণতা যুক্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত, আইন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, কিন্তু নৈতিকতা অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। আইন সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কিন্তু নৈতিকতা অঞ্চলভেদে এবং ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হতে পারে। যেমন– ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান কারো নিকট নীতি বিরুদ্ধ আবার কারো নিকট নৈতিক দায়িত্ব।

তৃতীয়ত, আইন ও নৈতিকতার ক্ষেত্র সবসময় এক হয় না। কোন কিছু নৈতিকতা বিরুদ্ধ হলেও তা বে-আইনী নাও হতে পারে। যেমন– যানবাহন রাস্তার ডানদিক দিয়ে চলা বেআইনী কিন্তু নীতি বিরোধী নয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ ও আইনের ব্যাখ্যা করে কিন্তু নৈতিকতা সামাজিক বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র আইন কার্যকরী করে এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে কিন্তু নীতিভঙ্গকারী সমাজের বিবেকের ধিক্কারে শাস্তি ভোগ করে। আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমর্থন থাকে কিন্তু নৈতিকতা সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা শাসিত।

অতএব, আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনে অভিন্ন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হয়ে কাজ করে।

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তবে আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, রাষ্ট্র আইনের জন্মদাতা এবং আইনের ঊর্ধ্বে। আবার কেউ কেউ বলেন, আইন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে এবং রাষ্ট্র আইনের অধীন।

স্যার ফ্রেডারিক পোলক এবং স্যার-হেনরী মেইনের মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই আইনের জন্ম হয়েছে। মানব সমাজে প্রথা, রীতি-নীতি রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিকভাবে সুসংবদ্ধ জনগোষ্ঠী যখন রাষ্ট্র সৃষ্টি করল তখন রাষ্ট্র এই প্রচলিত প্রথা-রীতিনীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। ফলে রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে আইনের বন্ধনে আবদ্ধ।

অধ্যাপক লাস্কি আইনকে রাষ্ট্রের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, আইন শুধুমাত্র আদেশই নয়, আবেদনও বটে।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী দুগুই বলেন, আইন রাষ্ট্রের আদেশ নয় এবং আইনের কার্যকারীতা তার জন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর মতে, আইন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে, রাষ্ট্র আইনের আওতাধীন। রাষ্ট্র যদি আইন মান্য না করে চলে তবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

অন্যদিকে অস্টিন, হবস, বদিন রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রই একমাত্র সংস্থা যার সার্বভৌম ক্ষমতা আছে এবং যার আদেশ, নির্দেশ চূড়ান্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌম আদেশই আইন। আইন রাষ্ট্রের আওতাধীন। আইন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে নয়।

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্র আইন তৈরি, পরিবর্তন এবং বাতিল করতে পারে; কিন্তু আইনকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র এক মুহূর্ত চলতে পারে না। অতএব 'আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে' বা 'আইনের অধীন রাষ্ট্র' যেটাই সত্য হোক না কেন, আইন ব্যতীত রাষ্ট্র হবে বিশৃঙ্খল ও অচল এবং সমাজ হবে বর্বর। রাষ্ট্র ব্যতীত আইন অস্তিত্বহীন। আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য।

সারসংক্ষেপ

আইন ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল দুটি বিষয়। আইন ও নৈতিকতার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। মানুষের কল্যাণ উভয়ের লক্ষ্য। আর এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন ভঙ্গ করলে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি পেতে হয়। আর নৈতিকতা ভঙ্গকারী শুধু মানসিক কষ্ট ভোগ করে। অপরদিকে আইন ও রাষ্ট্রের মধ্যেও গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আইন ব্যতীত রাষ্ট্র অচল ও বিশৃঙ্খল এবং সমাজ হবে বর্বর। আবার রাষ্ট্র ব্যতীত আইন অস্তিত্বহীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করলে-

(ক) মানসিক শাস্তি পেতে হয় (খ) কোন শাস্তি পেতে হয় না

(গ) দৈহিক শাস্তি পেতে হয় (ঘ) দৈহিক ও মানসিক উভয় শাস্তিই পেতে হয়

২। আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ বিধায় জনগণ আইন মান্য করে-বলেছেন

(ক) অস্টিন (খ) এরিস্টটল

(গ) গ্রিণ (ঘ) হেনরি মেইন

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

২। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে বিষয়গত ও উদ্দেশ্যগত মিল কি কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ আলোচনা করুন।

২। আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ)

পাঠ-৩ : আইন মান্য করার কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইন মান্য করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

আইন মান্য করার কারণ

রাষ্ট্রের আইন জনগণ কেন মান্য করে এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস হবস, জেরমী বেন্থাম ও জিন অস্টিন মনে করেন, "জনগণ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে ।" অস্টিনের মতে, "আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ বিধায় জনগণ আইন মান্য করে চলে । কেননা জনগণের মধ্যে এ চেতনা জাগে যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র আইন ভঙ্গকারীকে অভিযুক্ত করে না বরং শাস্তি প্রদান করে থাকে ।

অপরদিকে এরিস্টটল, লক, রুশো, গ্রিণ এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন । তাঁদের মতে, আইনের উপযোগিতার উপলব্ধি হল আইন মান্য করার অপরিহার্য কারণ । তাঁদের ধারণা আইন অধিকার রক্ষা করে । দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন । আইনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণকে আইন মান্য করতে সহায়তা করে ।

আইন মান্য করা সম্পর্কিত উপরোক্ত দু'টি মতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন জন হেনরি মেইন । তিনি বলেন, শাস্তির ভয়ে এবং আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উভয়বিধ কারণে জনসাধারণ আইন মান্য করে থাকে ।

লর্ড ব্রাইস জনসাধারণের আইন মান্য করার কারণগুলোকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন । যেমন–

ক) নির্লিপ্ততা, (খ) শ্রদ্ধা (গ) সহানুভূতি (ঘ) শাস্তির ভয় (ঙ) যৌক্তিকতার উপলব্ধি । নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো–

(ক) **নির্লিপ্ততা** : নির্লিপ্ততার অর্থ হল উদাসীনতা । বিশাল ভূখণ্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে । ফলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন বিচার বিশ্লেষণ না করে অন্যদের ন্যায় নিজেও অতি সহজেই আইন মান্য করে চলে ।

(খ) **শ্রদ্ধা** : যুগ যুগ ধরে সমাজ জীবনে যেসব রীতি-নীতি প্রথা চলে আসছে; মা, বাবা, গুরুজন ও বংশধররা যে সব রীতিনীতি দীর্ঘকাল ধরে মান্য করে আসছে, সেগুলো জনসাধারণও শ্রদ্ধাভরে মান্য করে থাকে ।

(গ) **সহানুভূতি** : সমাজের প্রায় সকলেই যখন আইন মান্য করে চলে তখন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অন্যদের মধ্যেও আইন মান্য করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় ।

(ঘ) **শাস্তির ভয়** : জনসাধারণ জানে আইন ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গকারীকে অভিযুক্ত করা হবে এবং তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে । তাই জনসাধারণ শাস্তির ভয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং আইন মান্য করে চলে ।

(ঙ) **যৌক্তিকতার উপলব্ধি** : জীবন, সম্পত্তি, নিরাপত্তা, অধিকার রক্ষা এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে মানুষ আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং আইন মান্য করতে শেখে ।

জন লক বলেছেন, 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না ।' আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক, মানুষ তাই আইন মান্য করে ।

তবে শাস্তির ভয়, উপযোগিতা, আনুগত্য ও চেতনাবোধই আইন মেনে চলার অন্যতম কারণ ।

সারসংক্ষেপ

জনগণ আইন কেন মান্য করে এ নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও মূলত জনগণ শাস্তির ভয়ে এবং আইনের উপযোগিতার উপলব্ধি করেই আইন মান্য করে চলে। লর্ড ব্রাইস আইন মান্য করার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন, নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি। তবে শাস্তির ভয়, উপযোগিতা, আনুগত্য ও চেতনাবোধই আইন মান্য করার কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইন মান্য করার কারণগুলো কয় ভাগে বিভক্ত?

(ক) ২ ভাগে (খ) ৫ ভাগে

(গ) ৩ ভাগে (ঘ) ৪ ভাগে

২। "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকে না" বলেছেন–

(ক) প্লেটো (খ) জন লক

(গ) রুশো (ঘ) এরিস্টটল

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আইন মান্য করার কারণের দুটি মতবাদ কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আইন মান্য করার কারণসমূহের বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১. খ, ২. খ

পাঠ-৪ : স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- স্বাধীনতার অর্থ ও সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে । Liber শব্দের অর্থ স্বাধীন বা মুক্ত । সুতরাং উৎপত্তির দিক থেকে স্বাধীনতা বলতে যা খুশি তাই করার অধিকারকে বুঝায় । কিন্তু পৌরনীতিতে অবাধ স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই । স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তা করা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় । স্বাধীনতা হল অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ করা । যা ইচ্ছা তা করতে দেয়া হলে সমাজে কারও মান, মর্যাদা এবং জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা থাকবে না । সুতরাং সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য সব রকম কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন । কারণ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা ।

স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তা করা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় । অপরের কাজে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে ।

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার বলেন, "স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায় যদি উক্ত কাজের দ্বারা অন্যের অনুরূপ কাজে বাধা সৃষ্টি করা না হয় ।"

টি.এইচ. গ্রিন বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য, তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে ।"

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "মানুষের মৌলিক শক্তির বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা । স্বাধীনতার অর্থ মানুষ কর্তৃক নিজস্ব উপায়ে কল্যাণ অনুধাবন করা ।"

অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলতে সেই সব সামাজিক বিধিনিষেধের অপসারণকে বোঝায় যা সভ্য জগতে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরিহার্য ।" সুতরাং স্বাধীনতা হল এমন পরিবেশ যা কারও ক্ষতি না করে নিজের অধিকার উপভোগ করতে পারে ।

অতএব স্বাধীনতা হল এমন ধরনের সুযোগ-সুবিধা যা দ্বারা কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয় । ব্যক্তি তার স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধনে অন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয় ।

মানুষের জীবনে স্বাধীনতার প্রযোজনীয়তা অপরিসীম । স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ দাসে পরিণত হয় । কেননা আইনের আওতার মধ্যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে না পারলে অন্যের ইচ্ছায় চলতে হবে । এ ধরনের পরিস্থিতি পরাধীনতার নামান্তর ।

স্বাধীনতা মানুষের জীবনকে নিরাপদ এবং মর্যাদাসম্পন্ন করে । ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নতুন কিছু সৃষ্টির সুযোগ করে দেয় । স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে অধিকার বোধ জাগ্রত করে । স্বাধীনতা থাকলেই মানুষ তার প্রাপ্য আদায় করতে পারে । পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত থেকে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পায় । স্বাধীনতা ব্যক্তির জীবনে শান্তি, উন্নতি ও কল্যাণ বয়ে আনে । তাই মানুষের স্বাভাবিক জীবনের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য । সমাজ,

রাষ্ট্র, ধর্ম, কর্ম সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতা জীবনকে নিরাপদ, মহীয়ান, গৌরবময় করে তোলে।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার শাব্দিক অর্থ হল ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি তাই করা। কিন্তু স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। পৌরনীতিতে স্বাধীনতার অর্থ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। মানবজীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সৃজনশীল কাজের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতাহীন জীবন মানুষের কাম্য নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরনীতিতে স্বাধীনতার অর্থ

(ক) নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা (খ) অবাধ স্বাধীনতা

(গ) যা খুশি তা করার স্বাধীনতা (ঘ) ব্যক্তির স্বাধীনতা

২। 'মানুষের মৌলিক শক্তির বলিষ্ঠ অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা।" বলেছেন–

(ক) অধ্যাপক লাস্কি(খ) টি.এইচ. গ্রিন

(গ) জন স্টুয়ার্ট মিল (ঘ) অধ্যাপক ম্যাকাইভার

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিন।

২। পৌরনীতিতে 'স্বাধীনতা' শব্দটির অর্থ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১. ক, ২. গ

পাঠ-৫ : স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সাম্য কি জানতে পারবেন ।
- স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন ।

সাম্য

সাম্যের অর্থ সমান । কিন্তু সমাজে সকলেই সমান নয় বা সমান হওয়া সম্ভবও নয় । পৌরনীতিতে সাম্য বলতে সমান করে নেয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায় । জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকে সাম্য বলে । কারও জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না থাকা এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার নামই সাম্য । অধ্যাপক লাস্কির মতে, "সাম্য হল সেই সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার স্বার্থে বিসর্জন দিতে না হয় ।"

স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক

স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে বিরোধ খুঁজে পান । লর্ড এ্যাক্টন, টকভিল স্বাধীনতা ও সাম্যকে পরস্পর বিরোধী আদর্শ বলে মনে করেন । লর্ড এ্যাকটন বলেন, "সাম্যের নেশা স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করেছে ।"

কিন্তু তাঁদের ধারণা সঠিক নয়, কেননা স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । স্বাধীনতা বলতে যা খুশি তা করা বুঝায় না । স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বোঝায় ।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিম্নরূপ–

১ । সাম্যের মাঝে স্বাধীনতার মূল্য নিহিত । সাম্য নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা বিধান করে । সাম্য সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সমবণ্টনের ব্যবস্থা করে ।

২ । সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই । পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক । স্বাধীনতা উপভোগের জন্য সাম্যের প্রয়োজন । অধ্যাপক টনি বলেন, "সাম্য স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য । সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতাকে কল্পনা করা যায় না ।"

৩ । দার্শনিক রুশো বলেন, "সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন ।" সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা থাকতে পারেনা । অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "রাষ্ট্র যত বেশি সমতা বিধান করবে, স্বাধীনতার উপভোগ তত বেশি নিশ্চিত হবে ।" সাম্য সকলকে পর্যাপ্ত সুবিধা দান করে সম্পদের সমবণ্টনকে নিশ্চিত করে ।

৪ । সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক ও সহায়ক । সাম্যের নিশ্চয়তা না থাকলে কোন প্রকার স্বাধীনতাও থাকে না । তাই সাম্যের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন, আবার স্বাধীনতার জন্য সাম্যের প্রয়োজন । সাম্যই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাই সাম্য । উভয়ের সম্পর্ক দেহ ও প্রাণের ন্যায় । এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক ।

মানুষের বিভিন্নমুখী বিকাশ সাধনের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন । সুযোগ-সুবিধা দানের সাম্যাবস্থা বিরাজ করলে মানুষ সেসব সুযোগ গ্রহণ করে আত্ম বিকাশ ঘটাতে পারে ।

সারসংক্ষেপ

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষের স্বাধীনতা উপভোগের জন্য সাম্যের প্রয়োজন। বৈষম্যমূলক সমাজে মানুষের প্রকৃত সত্তার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা উপভোগ করতে হলে সাম্য প্রয়োজন। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য যেমন সাম্যের প্রয়োজন তেমনি সাম্যের জন্যও স্বাধীনতার প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর বিরোধী আদর্শ বলেছেন–

(ক) জন লক ও রুশো (খ) বেন্থাম ও মিল

(গ) টনি ও লাস্কি (ঘ) এ্যাকটন ও টকভিল

২। 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন'-বলেছেন

(ক) ম্যাকাইভার (খ) রুশো

(গ) আব্রাহাম লিংকন (ঘ জনলক

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অধ্যাপক লাস্কি ও রুশো স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে কি বলেছেন?

২। সাম্যের অর্থ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ)